যুগান্তর

MAR 31 201

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদেশী ছাত্ররা চাঁদাবাজির শিকার

দেশের ভাবমূর্তির তলানিটুকুও আর অবশিষ্ট রহিল না। চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের জ্বালায় দেশবাসী অতিষ্ঠ। শিক্ষা ক্ষেত্রেও উহাদের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাকুল্যে হাতেগোনা যে কয়েকজন বিদেশী ছাত্রছাত্রী রহিয়াছে তাহাদের কেহ কেহ এখন চাঁদাবাজ মাস্তানদের টার্গেটে পরিণত হইয়াছে। এতদসংক্রান্ত যুগান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে, শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের বিদেশী ছাত্রদের নিকট হইতে এক ছাত্রদল নেতা ব্যাপক চাঁদাবাজি করিতেছে। কেবল চাঁদাবাজিই নয়, আরও লজ্জাজনক ঘটনা ঘটাইয়াছে উক্ত ছাত্র নামধারী চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী। বিদেশী ছাত্রদের নিকট হইতে পোশাক এমনকি জুতাও জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। উক্ত গুণধর ছাত্রনেতার সন্ত্রাসের কারণে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাহার উদ্ধত আচরণে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত হইতেছে। বিদেশী ছাত্রদের নিকট এই চাঁদাবাজির ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এমনিতেই নানা কারণে দেশের ভাবমূর্তি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এই দেশে এক সময় অনেক বিদেশী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করিত। দিনে দিনে তাহাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইতেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি এই জন্য দায়ী। বিশেষ করিয়া ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার ও সন্ত্রাসীরা সাধারণ নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক। সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকার লইয়া ক্ষমতায় আসিলেও বর্তমান সরকার এই ব্যাপারে কতখানি সফল হইবে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে এই প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতিসহ হাল আমলের অপরাধের ঘটনায় জড়িতদের অধিকাংশই সরকার দলীয় বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের তথাকথিত ছাত্রনেতাটিও তাহাই। ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসীরাই বেশি ভয়াবহ হয়। ইহারাই জনগণের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। প্রত্যেক সরকারের আমলে সন্ত্রাস নির্মূল হেতু নানাবিধ চটকদার নামসর্বস্ব পুলিশি অভিযান চালানো হয়। প্রচলিত আইনকে কঠোরতর করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীরা যেন 'সরিষার ভূতের' মতোই ধরাছোঁয়ার বাহিরে থাকে। পুলিশি তৎপরতা ও অভিযানের ফলে কিছু কিছু সন্ত্রাসী ধরা পড়িতেছে ঠিকই কিন্তু সংঘটিত অপরাধের তুলনায় উহা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে যে লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়াছে উহা গোটা ছাত্রসমাজের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর। ছাত্র নামের কলঙ্ক এই সকল সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্তমূলক ও সমুচিত শাস্তি প্রদান করাই হইবে উপযুক্ত পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে অভিভাবকদেরও করণীয় রহিয়াছে। বহু অভিভাবকই শিক্ষাঙ্গনে তাহাদের সন্তানরা আদৌ কি করিতেছে খবর পর্যন্ত রাখেন না। আমাদের মনে হয় বাড়িতে সঠিক শিক্ষা পাইলে অন্তত বিদেশী সহপাঠীদের জামা-জুতার উপর লোভ হইবার কথা নয়। শিক্ষকদেরও উচিত গতানুগতিক একাডেমিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক ও মানবিক বোধকে সমুন্নত রাখিবার শিক্ষা দেওয়া। সর্বোপরি সরকারকেই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের দমনের ব্যাপারে কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। এই মারাত্মক সমস্যাটির শেকড় সমাজদেহে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা রাতারাতি উপড়াইয়া ফেলা সম্ভব নয়। তবে অঙ্গীকার অনুযায়ী সততার সহিত সঠিক নির্দেশনা ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে সন্ত্রাস অবশ্যই নির্মূল করা সম্ভব। সন্ত্রাসী যে দলেরই হউক না কেন প্রত্যেকের জন্য আইনের প্রয়োগ সমান হইতে হইবে। না হইলে সন্ত্রাস নির্মূল কেবল ভোট বৈতরণী পার হইবার কৌশল হিসাবেই গণ্য হইবে এবং ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের ঐ ছাত্রদল নেতার মতো অনেক নূতন নূতন চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী গজাইতেই থাকিবে।